

# ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্ধেক শিক্ষকই একাডেমিক কর্মকাণ্ডে অনুপস্থিত

সাইমুর রহমান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছয় শতাধিক শিক্ষক শিক্ষা কার্যক্রমে অনুপস্থিত রয়েছেন। এদের অনেকেই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, এনজিও বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে সম্পৃক্ত এবং অনেকে দেশের বাইরে অবস্থান করছেন। মোট অনুমোদিত ১ হাজার ৫৫০ জন শিক্ষকের প্রায় অর্ধেক শিক্ষক একাডেমিক কর্মকাণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন থাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক শিক্ষা কার্যক্রম মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বনামধন্য ২০ জন অধ্যাপক দেশের বিভিন্ন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপি, প্রো-ভিসি ও কোম্পাধ্যাক্সের দায়িত্ব পালন করছেন।



- তিন শতাধিক শিক্ষক উচ্চশিক্ষার্থ বিদেশে
- আরো ৩ শতাধিক শিক্ষক এনজিওসহ নানা সংস্থায় সম্পৃক্ত
- এ অবস্থার জন্য বেতন কাঠামোকে দায়ি করেন শিক্ষকরা

শিক্ষার্থী শিক্ষকদের শিক্ষা ও মূল্যবান সাহচর্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। শিক্ষকরা বলেছেন, কনসালটেন্সি বা পার্টটাইম জবের প্রয়োজন রয়েছে। এ ক্ষেত্রে কম বেতনের কথাও তারা উল্লেখ করেছেন। ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষকদের এই প্রবণতার সমালোচনা করছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের

ডিপি অধ্যাপক এস এম এ ফারুজ বলেছেন, একজন শিক্ষককে অবশ্যই বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে হবে। তার মতে, বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি শিক্ষকরা জাতীয় অন্যান্য ক্ষেত্রে অবদান রাখতে পারেন। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কার্যক্রম কতি করে নয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৭৩-এর অধ্যাদেশ শিক্ষকদের পার্টটাইম জব ও কনসালটেন্সি স্থাপনে কোন সুনির্দিষ্ট নীতিমালা নেই। এর ফলে শিক্ষকরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে সাময়িকভাবে বিভিন্ন কাজে জড়িয়ে পড়ছেন। আর এ কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজার হাজার

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক সূত্র মতে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাতিমান যে সকল শিক্ষক শিক্ষা ছুটি নিয়ে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি করছেন তাদের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ডিপি অধ্যাপক ড. আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী (প্রিন্সিপাল ইন্সটিটিউটের ডিপি), (৪র্থ পৃঃ ১-এর কঃ ৫ঃ

এবং প্রত্যেকের ১৮টি রুলে নেয়ার কথা থাকলেও অধিকাংশ শিক্ষক তা মেনে না।

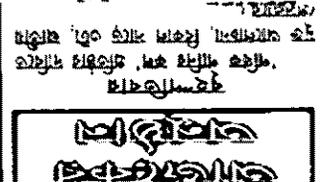
মতল হিসেবে উপস্থাপন

সূত্র মতে, দেশে প্রায়ই বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার অন্বেষণে বরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নিজস্ব বিশ্ববিদ্যালয়ে টেনে থাকেন। বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নাম ব্যবহার করে তারা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের আকর্ষণ করছেন। আর এ কারণেই প্রায়ই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পূর্বে টাইম জবের প্রবণতা বেড়েছে। এছাড়া বিভিন্ন প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিবৃত্তর জন্য সর্বত্রই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান শিক্ষকদের সাক্ষর বিনিময়ে এক প্রকার কিনে-ওয়ে মতল হিসেবে উপস্থাপন করছেন।

## ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের

(প্রথম পৃঃ পর)

অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক আবু আহমেদ (সিটি-ইউ ইন্সটিটিউটের প্রো-ভিসি), কনসালটেন্সি ও সংরক্ষিত বিভাগের অধ্যাপক কাজী আবদুল মালুম (স্বাস্থ্য সেবার সাংগঠনিক বিভাগের চেয়ারম্যান) এবং বিভাগের অধ্যাপক গোলাম রহমান (পাদুয়া সিনে), ক্যামব্রিজ ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ড. আবদুল মালুম চৌধুরী (এনজিও ইন্সটিটিউটের), কৃষক ও পরিবেশ বিভাগের অধ্যাপক ড. আবদুল মান্নার ইন্টারন্যাশনাল ইন্সটিটিউটের ডিপি), ৪-এর অধ্যাপক এবিএম শহীদুল ইসলাম (সিটি-ইউ ইন্সটিটিউটের ডিপি), একই বিভাগের অধ্যাপক ড. কাজী ল আলম (আবদান উদ্যোগ ইন্সটিটিউটের



১৯৭৩-এর অধ্যাদেশ (৪০) অনুযায়ী ১৯৭৩-৭৪ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের বেতন ০৭৫ টাকা হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের বেতন ০৭৫ টাকা হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের বেতন ০৭৫ টাকা হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের বেতন ০৭৫ টাকা হওয়া উচিত ছিল।

## ১৯৭৩-৭৪ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের বেতন

১৯৭৩-৭৪ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের বেতন ০৭৫ টাকা হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের বেতন ০৭৫ টাকা হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের বেতন ০৭৫ টাকা হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের বেতন ০৭৫ টাকা হওয়া উচিত ছিল।

## ১৯৭৩-৭৪ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের বেতন

১৯৭৩-৭৪ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের বেতন ০৭৫ টাকা হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের বেতন ০৭৫ টাকা হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের বেতন ০৭৫ টাকা হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের বেতন ০৭৫ টাকা হওয়া উচিত ছিল।